তারিখ ··· 22 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

দৈনিক বাংলা

27

নমত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজধানী ঢাকার ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার কি হবে।

সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৩৬ কলেজে মাষ্টার্স প্রথম পর্ব চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ তালিকায় ইডেন কলেজ বা বদরুন্নেসা কলেজসহ রাজধানীর কোন মহিলা কলেজের নাম নেই। উল্লেখ্য যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চালু হবার পর পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রকৃতপক্ষে আরাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করতে চাচ্ছে না। আবার এদের আসনসংখ্যাও সীমিত। এ পরিস্থিতিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছত্রিশটি কলেজে মাষ্টার্স কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথমে এ কলেজগুলিতে বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, মনোবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, দর্শন, প্রাণিবিদ্যা, ভূগোল, গণিত ব্যবস্থাপানা ও হিসাব বিভাগে মাষ্টার্স কোর্স প্রথম পর্ব খোলা হবে। তবে সব কলেজে একই সময় সব কোর্স চালু করা সম্ভব হবে না।

সমস্যাটি নতুন নয়। এ সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ চালু এবং দেশের বিভিন্ন কলেজে অনার্স কোর্স চালু হবার পরই দেখা গিয়েছিল, এসকল কলেজ থেকে অতীতে অনেক ছাত্রছাত্রী অনার্স ডিগ্রী নিয়ে মাষ্টার্স পড়তে পারেনি। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলিতে অনেক বিষয়ে অনার্স কোর্স থাকলেও মাষ্টার্স পড়াবার সুবিধা নেই। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ সংকট দীর্ঘদিনের। আবার রাজধানীর বাইরের অনেক কলেজে অনার্স কোর্স থাকলেও মাষ্টার্স কোর্স আদৌ চালু নেই। তাই মাষ্টার্স পড়ার জন্য এ ধরনের ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই এই বিরাটসংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের অন্তত বিজ্ঞান পড়াবার বা পড়বার সুযোগ নেই। আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের ছাত্রছাত্রীদের বাদ দিয়ে বাইরের ছাত্রছাত্রীদের নেবেন, এ প্রত্যাশাও সঠিক নয়। ফলে, দেখা গেছে, গত কয়েক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে অনার্স ডিগ্রী নিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রীই মাষ্টার্স করতে পারেনি।

এ পরিস্থিতি ভিন্নরূপ নিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর। একটি মহলের বক্তব্য হচ্ছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব একান্তই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই। ফলে, অতীতে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাইরের কিছু কিছু ছাত্র নিলেও এবার থেকে তাও বন্ধ। এবং এ পটভূমিতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এ পদক্ষেপ নিতে হয়েছে।

এ পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। কিন্তু রাজধানী ঢাকার ছাত্রীদের হাল কি হবে। কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে জানা গেছে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজধানীর মহিলা কলেজগুলিতেও মাষ্টার্স কোর্স চালু করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ রাজী হননি বাস্তব অসুবিধার কারণে।

তাহলে কি হবে? রাজধানী ঢাকার এ ধরনের ছাত্রীদের মাষ্টার্স পড়ার সুযোগ আছে একমাত্র জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। কিন্তু তাও আবার রাতে। সে ক্ষেত্রে এ মুহূর্তে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে দিনে ছাত্রীদের মাষ্টার্স পড়ার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য মহিলা কলেজে জরুরীভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় কি? সমস্যা জরুরী এবং সমাধান তাৎক্ষণিক না হলে ছাত্রীদের একটি বছর নষ্ট হবে।

আবুল খায়ের
ফকিরারপুল, ঢাকা।